তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৮১

**দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি**

 **--- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

 পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, বর্তমান সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিসর অনেক বাড়িয়েছে। এ কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আইনগত উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে পরস্পর সহাবস্থান এবং সম্পৃক্তির একটি সুষম পরিবেশ তৈরি করে।

 আজ বরিশাল সদরের চরকাউয়া ইউনিয়নে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় নানারকম ভাতা দিয়ে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা, স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, বিধবা ভাতা, দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকালীন ভাতা, শহিদ পরিবার ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানি ভাতা, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ভাতা রয়েছে। এছাড়া কৃষি প্রণোদনা পাচ্ছে কৃষক, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা চলে যাচ্ছে অভিভাবকদের মোবাইলে।

 জাহিদ ফারুক বলেন, শেখ হাসিনার সরকার গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে জমিসহ বাড়ি দিচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি বিরল। বর্তমান সরকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, হোটেলের কর্মচারী, ড্রাইভারসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে করোনাকালে সহায়তা দিয়েছে, কেউ বাদ যায়নি। তিনি আরো বলেন, গরিব মানুষের আশ্রয়স্থল হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা, এ বিষয়ে তাঁর বিকল্প নেই। তিনি চলমান উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতিকে আবারো ভোট দেয়ার জন্য উপকারভোগীদের প্রতি আহ্বান জানান।

 অনুষ্ঠানে বরিশাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এড.মাহবুবুর রহমান মধু। বরিশাল মহানগর আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ মাহমুদুল হক খান মামুন।

#

গিয়াস/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ১৬৮০

**সরকার দেশের সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে উন্নয়ন করেছে**

 **-- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সকল ক্ষেত্রেই সমানভাবে উন্নয়ন করেছে। যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা-সহ সকল ক্ষেত্রেই সরকারের অভূতপূর্ব উন্নয়ন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষায় কর্মরতদের বেতন বৃদ্ধি-সহ সমানভাবে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার কলাজুরা হাজী আপ্তাব মিয়া মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের চারতলা ভিতবিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের ২য় ও ৩য় তলার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পর এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছেন। এলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য বছরের শুরু হতেই বই প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হয়। তাই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আওয়ামী লীগকে আবারো বিজয়ী করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ আখতারউজ-জামান, বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ এবং মৌলভীবাজার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

#

দীপংকর/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৯০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ১৬৭৯

**প্রধানমন্ত্রী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়াধীন উন্নয়মূলক কাজের**

**উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন আগামীকাল**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চট্টগ্রাম বন্দর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দরের ১৫টি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে আগামীকাল। এগুলোর মধ্যে নয়টির উদ্বোধন ও ছয়টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ নভেম্বর গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি দেশব্যাপী ২৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এসব উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।
উদ্বোধনকৃত প্রকল্পগুলো হলো- চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল, বে টার্মিনাল (মাস্টার প্ল্যান), বাংলাদেশ স্থলবন্দরের ধানুয়া কামালপুর স্থল বন্দর (জামালপুর), রামগড় স্থল বন্দর (খাগড়াছড়ি), বিআইডব্লিউটিসির ছয়টি ইমপ্রুভড মিডিয়াম ফেরি, বিআইডব্লিউটিএ’র মিঠামইন উপজেলার ঘোড়াউতরা, বোলাই-শ্রীগাং নদীর অংশ বিশেষ ও ইটনা উপজেলার ধনু নদীর অংশ বিশেষের নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার; পুরাতন ব্রম্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ধরলা নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে খনন; ঢাকা-লক্ষ্মীপুর নৌপথের লক্ষ্মীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নৌচলাচল সহজিকরণ; ধাওয়াপাড়া (রাজবাড়ী) ও নাজিরগঞ্জ (পাবনা)  ফেরি সার্ভিসসহ নদীবন্দর কার্যক্রম। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত প্রকল্পগুলো হলো- বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প-১ এর আওতায় পানগাঁও কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ; আশুগঞ্জ কার্গো টার্মিনাল; বরিশাল নদী বন্দরে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল; চাঁদপুর নদী বন্দরে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল; নারায়ণগঞ্জ ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; নারায়ণগঞ্জ খানপুরে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী সেদিন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি দেশব্যাপী ২৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৭টি প্রকল্পের ১০ হাজার ৪১টি অবকাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করবেন। সেগুলোর ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৭ হাজার ৪৭১ কোটি তিন লক্ষ টাকা।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৬৭৮

**বিএনপি বিদেশিদের ওপর ভর করে ক্ষমতায় যেতে চায়**

 **--মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ), ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

বাংলাদেশের নির্বাচনকে স্বাধীনতাবিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা মেনে নিতে পারে না। নির্বাচন এলে তারা ষড়যন্ত্র করে। বিএনপি-জামায়াত বিদেশিদের ওপর ভর করে ক্ষমতায় যেতে চায়। তারা আগুন সন্ত্রাসের মাধ্যমে জীবন্ত মানুষ হত্যা করছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের শিকড় অনেক গভীরে। জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে। জনগণই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ উপজেলার সম্মেলন কক্ষে গজারিয়া উপজেলা (মুন্সিগঞ্জ) আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় যোগদান করে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

গজারিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহফুজের সভাপতিত্বে উপজেলা আইনশৃঙ্খলা সভায় উপস্থিত ছিলেন গজারিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খন্দকার খায়রুল হাসান, সহকারী কমিশনার ভূমি জিএম রাশেদুল হাসান, গজারিয়া থানার ওসি মোল্লা সোহেব আলিসহ উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কমিটির সদস্যবৃন্দ।

প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা উপজেলার আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা, বাজার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের রাখতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। তিনি কর্মকর্তাদেরকে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা একই দিন গজারিয়া উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে  তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প পরিচালক প্রভাষ চন্দ্র রায়।

#

আলমগীর/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ১৬৭৭

**আল কায়েদা স্টাইলে জনগণের ওপর হামলা পরিচালনার ঘোষণা দিচ্ছে বিএনপি**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘আল কায়েদা বা আইএস নেতারা যেভাবে গোপন আস্তানা থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করতো এখন রিজভী সাহেবও সে রকম গোপন আস্তানা থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করছে। আর অবরোধের নামে গাড়ি-ঘোড়াতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করাই হচ্ছে তাদের কর্মসূচি।’  তিনি বলেন, অনেকেই প্রশ্ন রেখেছে যে, রিজভী সাহেব গোপন আস্তানা থেকে কর্মসূচি অর্থাৎ পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘোষণা দিচ্ছে, প্রতিদিন অনেক গাড়ি-ঘোড়াতে আগুন দেওয়া হচ্ছে তারপরও তাকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘যারা মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়ার ওপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করছে, হামলা পরিচালনা করছে, অনেকে দাবি তুলেছে পুলিশ কেন দেখামাত্র তাদের গুলি করে না। আজকে দাবি উঠেছে প্রত্যেকটি সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যতদিন এ ধরনের চোরাগোপ্তা হামলা চলবে, ততোদিন গ্রেপ্তার অভিযানও চলবে।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘কেউ মুরুব্বিয়ানা করবেন না। যারা মানবাধিকারের ধূয়া তোলে, আমাদের দেশে মানবাধিকার সংগঠন, বুদ্ধিজীবী যারা মাঝে মধ্যে বিবৃতি দেয়, দেখলাম যে, তারা মির্জা ফখরুল সাহেবের মুক্তির জন্য বিবৃতি দিয়েছে। তারা কেমন বুদ্ধিজীবী যে এই আগুন সন্ত্রাস, এই পুলিশ হত্যা, আমাদের নারী কর্মীদের হেনস্থা, প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা, জাজেস কমপ্লেক্সে হামলা, হাসপাতালে হামলা এগুলোর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলেন না! বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধি করে নিশ্চুপ আছেন, না কী সব বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, সেটিই প্রশ্ন।’

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ১৬৭৬

**নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর প্রতিহত করতে শ্রমিকদের প্রতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘২৮ অক্টোবর কিছু করতে না পেরে এখন গার্মেন্টসে অস্থিরতা তৈরির অপচেষ্টা করা হচ্ছে। আমি শ্রমিক ভাইদের প্রতি অনুরোধ জানাবো, আপনারা নিজের প্রতিষ্ঠান যেটিতে কাজ করেন সেটিতে হামলা বা ভাঙচুর করা মানে ও নিজের গায়ে আঘাত দেওয়া। কারণ সেই প্রতিষ্ঠান আপনাকে এবং দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই কারো প্ররোচনায় আপনারা প্ররোচিত হবেন না।’

মন্ত্রী আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘যারা হামলার প্ররোচনা দেয় তারা নিজেদের শ্রমিক সংগঠনের নেতা হিসেবে পরিচয় দেয়, কিন্তু ওরা কেউ শ্রমিক না। ওদের ঢাকা শহরে দামি ফ্ল্যাট আছে, গাড়ি আছে। ওরা মিটিংয়ে যখন যায় তখন রিকশায় যায়, গাড়ি দূরে রেখে যায়, খবর আছে আমাদের কাছে। আর তারা বাড়িতে কাউকে ডাকে না, অফিসে ডাকে। কারণ নেতার এতো সুন্দর বাড়ি দেখলে তো শ্রমিকরা বিগড়ে যাবে। এই শ্রমিক নামধারী বড়লোক নেতারাই উস্কে দিচ্ছে, বিএনপি-জামাত বাতাস দিচ্ছে।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘পোশাক শ্রমিকদের বেতন খালেদা জিয়ার আমলে ছিলো মাসে ৮০০ টাকা, সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডাবল করে ১৬০০ টাকা করেছিলেন। অন্য কোনো সরকার আর তা বাড়ান নাই। আবার জননেত্রী শেখ হাসিনা সেখান থেকে ৮০০০ টাকায় নিয়ে গেছেন, এখন ১২৫০০ টাকায় এনেছেন। এর ওপর প্রতি বছর আবার ৫ শতাংশ বৃদ্ধি। পাশাপাশি তাদের ফ্যামিলি কার্ডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে তারা স্বল্পমূল্যে পণ্য কিনতে পারবে।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের শ্রমিকরা আমাদের ভাই, আমাদের বোন। আপনারা কষ্ট করেন দেশের অর্থনীতির চাকা চলে। যারা প্ররোচনা দিয়ে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে বাইরে থেকে গিয়ে হামলা করছে তাদেরকে চিহ্নিত করুন এবং আইনের হাতে তুলে দেন। আমাদের সরকার আপনাদের পাশে আছে, জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে।’

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৮১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৬৭৫

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। এ সময় ৫৫৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

           গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৬৯২ জন।

#

সুলতানা/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭৪

**আগামীকাল থেকে ভরতুকি মূল্যে তেল আলুসহ চার পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি**

 **-বাণিজ্য সচিব**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

আগামীকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ৩০টি ট্রাকে করে সাশ্রয়ী মূল্যে সয়াবিন তেল, ডাল, আলু ও পিঁয়াজ বিক্রি করবে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। দুই সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারীরা এই সুবিধা নিতে পারবেন না।

প্রতি কেজি আলু ৩০ টাকা, পিঁয়াজ ৫০ টাকা, মশুর ডাল ৬০ টাকা এবং সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১০০ টাকা দরে বিক্রয় করা হবে। একজন ক্রেতা এসব পণ্য ‍সর্বোচ্চ দুই কেজি করে ক্রয় করতে পারবেন। পণ্য সরবরাহের ওপর ভিত্তি করে ট্রাকসেলের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলেও জানান বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ।

আজ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্য সচিব বলেন, রাজধানীতে অনেক দরিদ্র ভাসমান মানুষ বসবাস করছেন যাদের জাতীয় পরিচয় পত্র গ্রামের ঠিকানায় করা। এজন্য তারা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এসব দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের কথা চিন্তা করে সরকার খোলা বাজারে তেল-ডাল-আলু ও পিঁয়াজ বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত ২ লাখ মেট্রিক টন আলু এবং ২৫ কোটি পিস ডিম আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ১১ হাজার মেট্রিক টন আলু এবং ৬২ হাজার পিস ডিম দেশে এসে পৌঁছেছে এবং এর প্রভাব বাজারে পড়েছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে পণ্য সরবরাহে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা শুধু আমাদের দেশে নয় পুরো বিশ্বে হচ্ছে। তেল ও চিনিসহ যেসব পণ্য আমদানি করতে হয় সেসব পণ্যের দাম সময়ে সময়ে আমরা নির্ধারণ করে দিয়েছি।

এসময় ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) মোঃ ফয়জুল ইসলাম, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান, টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগে. জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ রুহুল আমিন অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/জামান/সাঈদা/রাসেল/শামীম/২০২৩/১৬০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭৩

**বোরোতে উফশী ধানের উৎপাদন বাড়াতে ১০৮ কোটি টাকার প্রণোদনা**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

চলতি বছর (২০২৩-২৪) বোরো মৌসুমে উচ্চফলনশীল-উফশী জাতের ধানের আবাদ ও উৎপাদন বাড়াতে ১০৭ কোটি ৬২ লাখ টাকার প্রণোদনা দেয়া হবে। এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ আজ জারি হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে শীঘ্রই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে।

এর আওতায় সারা দেশের ১৫ লাখ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক প্রণোদনা পাবেন। একজন কৃষক এক বিঘা জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ৫ কেজি উফশী জাতের বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে  পাবেন।

গতমাসে ১ম ধাপে বোরোতে হাইব্রিড জাতের ধানের উৎপাদন বাড়াতে ৯০ কোটি টাকার প্রণোদনার আদেশ জারি হয়েছে। এসব প্রণোদনা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ চলছে।

সব মিলিয়ে দুই ধাপে বোরোতে প্রণোদনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৮ কোটি টাকা। সুবিধাভোগী কৃষকের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় সাড়ে ২৯ লাখ।

#

কামরুল/জামান/কামাল/২০২৩/১৪২৬ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭২

**জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২ প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২ প্রদান উপলক্ষ্যে আমি চলচ্চিত্র নির্মাতা, পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী, পরিবেশকসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের জানাচ্ছি অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ২৭ মার্চ তৎকালীন প্রাদেশিক আইন পরিষদে ‘পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল ১৯৫৭’ উপস্থাপন করেন, যা সে বছরের ৩ এপ্রিল পাস হয়। গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তি।

সীমিত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ১৯৫৯ সাল থেকে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ‘কখনো আসেনি’, ‘কাঁচের দেয়াল’, ‘জীবন থেকে নেওয়া’র মতো জীবনমুখী চলচ্চিত্রগুলো বাংলার মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সুদৃঢ় করেছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে বিশ্ব জনমত তৈরিতে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল জহির রায়হান নির্মিত কালজয়ী চলচ্চিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গত প্রায় ১৫ বছরে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা গাজীপুরের কবিরপুরে ১০৫ একর জমির ওপর ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি’ প্রতিষ্ঠা করেছি। এই ফিল্ম সিটির আরো সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের জন্য ৩৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন প্রকল্পের কাজও শুরু হচ্ছে। বিএফডিসি’র নিয়মিত আয় বৃদ্ধি ও চলচ্চিত্র শ্যুটিং স্পটের উন্নয়নসহ নানাবিধ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প’ বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিএফডিসি’র অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ এবং চট্টগ্রামে বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্রে এফডিসি’র কার্যক্রম সম্প্রসারণ নামক আরো একটি প্রকল্প বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমরা অত্যাধুনিক বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ করেছি। আমরা সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি। চলচ্চিত্রকে আমরা ‘শিল্প’ হিসেবে ঘোষণা করেছি। জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা চলচ্চিত্র শিল্পে মেধাবী ও সুদক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। অসচ্ছল চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের আমরা নিয়মিত অনুদান দিয়ে যাচ্ছি।

আমরা সেন্সর সংক্রান্ত আইন ও বিধি আধুনিকভাবে তৈরি করেছি। চলচ্চিত্রের সেন্সরের পরিবর্তে সার্টিফিকেশন প্রথা চালু ও বিদ্যমান আইন আরো যুগোপযোগী করে প্রণীত আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন ও পাইরেসি নিয়ন্ত্রণে গঠিত ‘টাস্কফোর্স’ এর কার্যক্রম

-২-

চলমান রয়েছে। ফলে চলচ্চিত্রের পাইরেসি অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সেগুলো যেন কঠোরভাবে মানা হয় সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিচ্ছি।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে তাঁর জীবনী নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ দেশের এবং দেশের বাইরের ছয় শতাধিক হলে প্রদর্শিত হয়েছে। ভারতে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় মুক্তি পেয়েছে ‘মুজিব’ বায়োপিক। এর নির্মাতা বিখ্যাত ভারতীয় পরিচালক মিস্টার শ্যাম বেনেগালের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমি আশা করি, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এটি একটি শ্রেষ্ঠ অর্জন বলে বিবেচিত হবে। এই সিনেমা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের চলচ্চিত্র দেশজ উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রের যাত্রাপথের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরবে, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে।

আগামী প্রজন্মের জন্য দেশকে একটি আধুনিক, জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ জীবন ঘনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসবেন। দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের চলচ্চিত্র যে সুনাম অর্জন করেছে, তা আরো উজ্জ্বল হোক-এ আমার প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

গুল শাহানা/জামান/সাঈদা/রাসেল/কামাল/২০২৩/১১১৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭১

**বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির উদ্যোগে ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘ডায়াবেটিসের ঝুঁকি জানুন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন’, অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তিনি স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মূল অধিকারের অংশ হিসেবে সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্বদান, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসকদের চাকুরির প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠনসহ বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে গত প্রায় ১৫ বছরে স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। গণমুখী স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করে যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নতুন নতুন হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সারাদেশে হাসপাতালগুলোর শয্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসক, নার্স, সাপোর্টিং স্টাফের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। মেডিকেল শিক্ষার প্রসারে নতুন নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ফ্রি স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোন ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে।

ডায়াবেটিস একটি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ। বিশেষজ্ঞদের মতে- অতিরিক্ত ফাস্টফুড ও চর্বিযুক্ত খাবার খেলে, শারীরিক পরিশ্রম ও নিয়মিত শরীর চর্চা না করলে, স্বাভাবিকের চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত ওজন বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস হতে পারে। কাজেই ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে এবং তা মোকাবিলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারলে ডায়াবেটিসের প্রকোপ অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। এ বিষয়ে তাই জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। পাশাপাশি ডায়াবেটিস রোগীদেরকে নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম খাদ্য খাওয়া, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করা ছাড়াও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ ও ইনসুলিন গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি সরকারের পাশাপাশি ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা সৃষ্টিসহ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। আমাদের সরকার টাইপ-১ ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে ইনসুলিন প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেও আওয়ামী লীগ সরকারের সকল সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

আমি ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জামান/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৭০

**জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২’ প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২’ প্রদান উপলক্ষ্যে আমি পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলী, নির্মাতা, প্রযোজক, পরিবেশক, দর্শকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেশে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

অমিত শক্তিশালী গণমাধ্যম চলচ্চিত্র মানুষকে আনন্দ দেয়, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে। একটি ভালো চলচ্চিত্র মানবিক গুণাবলির বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এছাড়া চলচ্চিত্র মাটি ও মানুষের কথা বলে; মানুষের স্বপ্ন ও সাধনাকে সেলুলয়েডে বন্দি করে পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। চলচ্চিত্রের অপরিমেয় শক্তির কথা অনুধাবন করেই স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৫৭ সালের ২৭ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদে ইপিএফডিসি বিল উপস্থাপন করেন, যা সে বছরের ৩ এপ্রিল পাস হয়। জাতির পিতার এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রার একটি মাইলফলক হিসেবে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের বিএফডিসি।

জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ ধরে সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
৩ এপ্রিল ‘জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস’ এবং চলচ্চিত্রকে ‘শিল্প’ হিসেবে ঘোষণা, কবিরপুরে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি স্থাপন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিএফডিসির আধুনিকায়ন এবং জেলায় জেলায় আধুনিক সিনেপ্লেক্স সংবলিত তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া পুরানো সিনেমা হলসমূহের সংস্কার ও বন্ধ সিনেমা হলসমূহ চালু করার লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য এক হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন, চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন প্রদান এবং সার্টিফিকেশনপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শনের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩’ প্রণীত হয়েছে। সরকারের যুগোপযোগী উদ্যোগে ইতোমধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সুস্থধারার বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দর্শক প্রেক্ষাগৃহমুখী হতে শুরু করেছে। দেশের চলচ্চিত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শন ও প্রশংসিত হচ্ছে। আমি আশা করি, সরকারের পাশাপাশি চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলী, নির্মাতা, প্রযোজক, পরিবেশক, দর্শকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগে বাংলা চলচ্চিত্র স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত হবে।

আমি ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/সাঈদা/রাসেল/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬৯

**বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৮ কার্তিক (১৩ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ডায়াবেটিস স্বাস্থ্যের একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সারাজীবন সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনি জটিলতা, অন্ধত্ব, মাড়ির রোগ এবং অঙ্গ বিচ্ছেদের মতো মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতেই ডায়াবেটিসের প্রকোপ বাড়ছে। তাই ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে হবে এবং ডায়াবেটিস থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য ‘ডায়াবেটিসের ঝুঁকি জানুন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন’ (Diabeties: know your risk, know your response) যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নগরায়নের প্রভাবে আমাদের জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। একই সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের অভাবে ডায়াবেটিসের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছেই। ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ও ক্ষতির প্রভাব থেকে জনগণকে রক্ষা করতে ডায়াবেটিসের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির পাশাপাশি গণমাধ্যম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এ লক্ষ্যে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমি ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/সাঈদা/রাসেল/শামীম/২০২৩/১০১৭ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**